https://printo.it/pediatric-rheumatology/BD/intro

বাতজ্বর এবং স্ট্রেপ্টোকক্কাল ব্যাকটিয়া জনিত রিঅ্যাকটিভ আর্থ্রাইটিস

বিবরণ 2016

দৈনন্দিন জীবন

এই রোগ দৈনন্দিন জীবনে রোগী ও রোগীর লোক কতটুকু প্রভাব ফেলে ?

সঠিক পরিচর্যা এবং নিয়মিত চেকআপের মাধ্যমে বাতজ্বরে শিশুরা স্বাভাবিক জীবন চলাতে পাড়ে হৃদপিন্ডের প্রদাহ ও কোরিয়া পেতে পারিবারিক সহযোগিতা বেশী প্রয়োজন।

মূখ্য উদ্বেগে থাকা উচিৎ অ্যান্টিবায়োটিকের মাধ্যমে দীর্ঘ মেয়াদী প্রতিরোধের ব্যবস্থা করা। প্রাথমিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং চিকিৎসা শিক্ষা অবশ্যই এতে যুক্ত হওয়া উচিত। বিশেষ করে বয়সন্ধি সময়

স্কুল কি করবে ?

নিয়মিত চেকআপের সময় যদি আর কোন হৃদপিন্ডের ক্ষতি না থাকে তাহলে দৈনন্দিন জীবনে এবং স্কুল যাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা থাকবে না যে তার নিয়মিত কাজ গুলো করতে পারবে। বাচ্চারা যা করতে চায় তা বাবা মা এবং শিক্ষকদের কাছে দেওয়া উচিত শুধু শিক্ষা কার্যক্রম নং বরং অন্যান্য ক্ষেত্রে উৎসাহিত করা উচিত। কিন্তু হঠাৎ করে অসুখের আক্রমনের ক্ষেত্রে কিছু শিক্ষা কার্যক্রমে সীমাবন্ধতা তার পরিবার ও শিক্ষকের বুঝা উচিত যা ১-৮ মাস স্থায়ী হতে পারে।

খেলাধুলা করার ক্ষেত্রে কি পরামর্শ ?

নিয়মিত খেলাধুলা করা প্রতিটি শিশু জন্য প্রয়োজনীয়। তার চিকিৎসার একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ হল তাকে স্বাভাবিক জীবন যাপনে ফিরিয়ে আনা এবং অন্যদের মত স্বাভাবিক জীবনে অভ্যস্ত করা। সকল কিছুই যে করতে পারবে যতটুকু সে করতে পারবে। যদিও প্রাথমিক পর্যায়ে তার বিশ্রাম অত্যাবশক।

খাবারে ক্ষেত্রে পরামর্শ ?

রোগের উপর খাবারের কোন প্রভাব নেই। সাধারন শিশু তার বয়সে জন্য সুষম এবং স্বাভাবিক খাবার খাবে। বাড়ন্ত বাচ্চাদের স্বাস্থ্য উপযোগী সুষম খাবর যাতে প্রোটিন, ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন আছে প্রয়োজন। যে সব বাচ্চারা কর্টিকোস্টেরয়েড পাচ্ছে তাদের অতিরিক্ত খাবার খেতে চায় কারন এই ঔষধ ক্ষুধা বাড়িয়ে দেয়।

আবহাওয়া রোগের ক্ষত্রে কোন প্রভাব ফেলে ?
আবহাওয়া রোগের উপর প্রভাব ফেলে এর কোন ভিত্তি নেই।

শিশু কি টিকা প্রদান করা যায় ?
চিকিৎসক বিবেচনা করবেন কোন রোগীর জন্য কোন টিকা প্রয়োজন। যদিও টিকা গ্রহন রোগের কার্যক্রম বৃদ্ধি করেনা এবং মারাত্মক কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তৈরী করে না। তা সত্যেও জীবন্ত প্রতিশেধক সাধারনত ব্যবহার হয় না। যেহেতু রোগী উচ্চ মাত্রায় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় এমন ঔষধ গ্রহন করে। মৃত প্রতিশোষী টিকা তুলনামূলক ভাবে রোগীর জন্য অক্ষতিকর।
রোগী সেবা ক্ষেত্রে উচ্চ মাত্রায় শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় এমন সেবন করে সেক্ষেত্রে চিকিৎসক টিকা গ্রহনের পর ঐ টিকার গ্রহনের ফলে যথাযথ এ্যান্টিবডি শরীরে তৈরী হয়েছে কিনা তা নির্ণয় করে।

যৌন জীবন, গর্ভাবস্থা, গর্ভনিয়ন্ত্র কি করবে ?
যৌন কার্যক্রম, গর্ভধারন কোন বাধা নেই। তবু যারা ঔষধ নিচ্ছে তাদের গর্ভের বাচ্চার উপর ঔষধের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে। রোগীকে গর্ভধারনে এবং গর্ভনিয়ন্ত্রনের জন্য চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া প্রয়োজন।